

পুনর্বাসন নীতিমালা কাঠামো
Resettlement Policy Framework (RPF)

for

Power System Upgrade and Expansion
Project, Chattogram Area

পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড
Power Grid Company of Bangladesh Limited

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

ভূমিকা

এই পুনর্বাসন নীতিমালা কাঠামো (RPF) টি **Power System Upgrade and Expansion Project (PSUEP), Chattogram** এর জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অফ বাংলাদেশ (PGCB) এর মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার (GoB) এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে চায় এবং এই উদ্দেশ্যে এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (AIIB) এর কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা চেয়েছে। আরপিএফ টি বাংলাদেশ সরকারের (জিওবি) আইনী নীতিমালা এবং এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (এআইআইবি) এর পরিবেশগত এবং সামাজিক নীতি (ইএসপি) বিশেষতঃ ই এস এস ২: অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন (ইএসএস ২) অনুসারে তৈরী।

পুনর্বাসন নীতিমালা কাঠামো (আরপিএফ) টি পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড ২ (ইএসএস ২) এর চাহিদা অনুযায়ী পুনর্বাসন প্রক্রিয়া এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রশমন ব্যবস্থার নীতি ও উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করে। খুব নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, আরপিএফ টি প্রকল্পের আওতায় জমি অধিগ্রহণ, অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন, অর্থনৈতিক চ্যুতি এবং আরএইচডি কর্তৃক পুনর্বাসন পরিকল্পনা (আরপি) এর প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নের নির্দেশনাস্বরূপ প্রস্তুত করা হয়েছে। এর লক্ষ্য হচ্ছে প্রকল্পের কারণে আক্রান্ত ব্যক্তিদের (পিএপি) উপর বিরূপ আর্থ সামাজিক প্রভাব হ্রাস করা এবং প্রকল্পের হস্তক্ষেপের ফলে পিএপিগুলি যেন অনেক বেশী ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তা নিশ্চিত করা।

সাম্প্রতিক কালে কোভিড- ১৯ মহামারিটি বাংলাদেশকে অত্যন্ত নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছে এবং আশা করা যাচ্ছে যে এটি এই প্রকল্পকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে। বাংলাদেশ সরকার (জিওবি) এর সুপারিশমালা ও সর্বোত্তম আন্তর্জাতিক নীতিসমূহের সাথে মিল রেখে যথাযথ প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণই হবে পরবর্তী আরপি প্রস্তুতের মূল ভিত্তি।

চট্টগ্রাম দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর, যার কেন্দ্রে ২.৮৪ মিলিয়ন এবং মেট্রোপলিটন এলাকায় ৪ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ বসবাস করে। এই অঞ্চলে বিদ্যুতের দ্রুত ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে সাথে আবাসিক, বাণিজ্যিক এবং শিল্প খাতগুলিও বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে এই অঞ্চলে চাহিদা তুলনায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। এই অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান চাহিদার তুলনায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ঘাটতি এবং সঞ্চালনে বিঘ্নতা ঘটানোর কারণে বেশিরভাগ মানুষ পুরোপুরি ভাবে বিদ্যুৎ পরিষেবা পাচ্ছে না। সরবরাহ ঘাটতির পাশাপাশি, বিদ্যুৎ সরবরাহের নির্ভরযোগ্যতাও দ্রুত হ্রাস পাওয়ার কারণে এই অঞ্চলের বেশিরভাগ উৎপাদন এবং সেবা সংস্থাসমূহ সক্রিয়ভাবে তাদের কর্ম সম্পাদন করতে পারছে না।

পিজিসিবি বর্তমানে দেশে পাওয়ার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্কগুলি পরিচালনা ও উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছে। পিজিসিবি নতুন ট্রান্সমিশন লাইন এবং সাবস্টেশন নির্মাণের জন্য বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নিয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি PGCB-এর উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলের ৫০ কিমি এলাকা জুড়ে ৪০০ কেবি ডাবল-সার্কিট ট্রান্সমিশন লাইন এবং সংশ্লিষ্ট সাবস্টেশন/লাইন নির্মাণ করবে। প্রকল্পের সমাপ্তির পর, একটি ভাল সম্প্রসারিত এবং আরও শক্তিশালী ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণকে আরও সহজ করে তুলবে।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি) "চট্টগ্রাম এলাকার অধীনে পাওয়ার সিস্টেম নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক একটি প্রকল্পে সাব-স্টেশন এবং ট্রান্সমিশন লাইন নির্মাণ, সংস্কার এবং বৃদ্ধি করতে চায়।

খুলশী - আনন্দবাজার (নিউ মুরিং)-প্রস্তাবিত প্রকল্পে নিম্নলিখিত ট্রান্সমিশন লাইন, সাবস্টেশন এবং বে এক্সটেনশনগুলির নির্মাণ এবং/অথবা আপগ্রেড অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

- **ডবল সার্কিট ট্রান্সমিশন লাইন নির্মাণ:** (ক) 400 কিলোভোল্ট আনোয়ারা থেকে আনন্দবাজার পর্যন্ত প্রায় 27 কিলোমিটার দূরত্ব কভার করে। ; এবং (খ) 230 কিলোভোল্ট 26 কিলোমিটার দূরত্ব কভার করে, যা নিম্নলিখিত দুটি ভূগর্ভস্থ অংশ নিয়ে গঠিত: (i) খুলশী থেকে আনন্দবাজার এবং আনন্দবাজার থেকে রামপুর পর্যন্ত প্রায় ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ সঞ্চালন লাইন; এবং (ii) মদুনাঘাট থেকে খুলশী পর্যন্ত প্রায় ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ সঞ্চালন লাইন।
- **দুটি 230 কিলোভোল্ট গ্যাস-ইনসুলেটেড সুইচগিয়ার (GIS) সাবস্টেশন নির্মাণ:** (a) 2x350/450 মেগাভোল্ট অ্যাম্পিয়ারের ট্রান্সফরমার সহ আনন্দবাজারে একটি GIS সাবস্টেশন; এবং (খ) খুলশীতে 2x350/450 মেগাভোল্ট অ্যাম্পিয়ার এবং 3x80/120 মেগাভোল্ট অ্যাম্পিয়ারের ট্রান্সফরমার সহ একটি GIS।
- মদুনাঘাট সাবস্টেশনে ২৩০ কিলোভোল্টের দুটি জিআইএস বে এক্সটেনশন এবং খুলশী সাবস্টেশনে ২৩০ কিলোভোল্টের দুটি জিআইএস বে এক্সটেনশন নির্মাণ করা হবে।

এই আনন্দবাজার এসএস বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে নির্মিত প্রকল্পের অধীনে নির্মিত হবে যা পরিপূরক সুবিধা হিসেবে বিবেচিত হবে। একটি RAP প্রস্তুত করা হয়েছে। WB সুরক্ষা নীতি অনুসরণ করে 18 একর জমির জন্য জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে যা AIB ESS 2 এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

বিশ্বব্যাংক-অর্থায়নকৃত ইএসপিএনআর প্রকল্পটি AIB প্রোগ্রামের একটি পরিপূরক সুবিধা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। E&S মূল্যায়ন, উপকরণ এবং নথিগুলি ESF অনুসারে প্রস্তুত করা হবে এবং বিশ্বব্যাংক এই নথিগুলির যথাযথভাবে পরিচালনা করবে বাস্তবায়নের সময়, সরকার ESF অনুযায়ী সমগ্র প্রকল্পের সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাবগুলির তত্ত্বাবধান ও নিরীক্ষণ করবে এবং নিশ্চিত করবে যে সমস্ত তত্ত্বাবধানের রেকর্ড এবং প্রকল্পের সাইটগুলি AIB এবং বিশ্বব্যাংক উভয়ের কাছেই গ্রহণযোগ্য হবে। এআইআইবি এবং বিশ্বব্যাংক যৌথ তদারকি মিশনও পরিচালনা করতে পারে।

মূল নির্মাণ কার্যক্রমের মধ্যে ট্রান্সমিশন লাইন টাওয়ার এবং সাবস্টেশন বিল্ডিং ফাউন্ডেশনের জন্য খনন, সাবস্টেশন ভবন নির্মাণ এবং যন্ত্রপাতি স্থাপন, জালি স্টিলের টাওয়ার স্থাপন, এই টাওয়ারগুলিতে কন্ডাক্টর স্ট্রিং, ভূগর্ভস্থ তারের জন্য পরিখা খনন এবং এর মধ্যে কেবল স্থাপন অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ঠিকাদার নির্মাণ ক্যাম্প, মেশিনারি ইয়ার্ড, সাইট অফিস, এবং উপাদান স্টোরেজ সাবস্টেশন চত্বরের ভিতরে অস্থায়ীভাবে স্থাপন করা হতে পারে।

প্রস্তাবিত সাবস্টেশন এবং ট্রান্সমিশন লাইনগুলি সূষ্ঠ ভাবে সচল রাখা এবং রক্ষণাবেক্ষণ (O&M) এর জন্য যে কাজগুলো করা দরকার তা হলো ট্রান্সমিশন লাইনের রুটিন পরিদর্শন, সাবস্টেশনে কোনো ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রপাতি মেরামত বা প্রতিস্থাপন, ক্ষতিগ্রস্ত ট্রান্সমিশন লাইন টাওয়ার মেরামত বা প্রতিস্থাপন, ক্ষতিগ্রস্ত কন্ডাক্টর মেরামত বা প্রতিস্থাপন এবং ভূগর্ভস্থ

তারের, এবং সিস্টেমের ত্রুটিগুলি পরিচর্যা করা।

এই পুনর্বাসন পরিকল্পনাটি বাংলাদেশ সরকারের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭ (ARIPA) এবং এআইআইবি'র অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন ইএসএস-২ এর পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামো, ২০১৬ (সংশোধিত ফেব্রুয়ারি ২০১৯) ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা হয়েছে। ARIPA ২০১৭ অনুসারে, ক্ষতিগ্রস্ত জমি, অবকাঠামো, গাছ, ফসল এবং উক্ত অধিগ্রহণের ফলে সৃষ্ট অন্যান্য ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এই ধরনের নির্ধারিত ক্ষতিপূরণকে বলা হয় আইনের অধীন নগদ ক্ষতিপূরণ (CCL)। পরবর্তীতে জেলা প্রশাসক মূল্যায়িত মূল্যের ওপর ২০০% এবং স্থায়ীভাবে ফসল, অবকাঠামো এবং আয়ের ক্ষতির জন্য আরও ১০০% পারিতোষিক যুক্ত করে মোট মূল্য চূড়ান্ত করবে। এই পুনর্বাসন পরিকল্পনাটি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ আইন ২০১৮ এবং বিদ্যুৎ বিধিমালা ২০২০ এর প্রযোজ্য বিষয়গুলোকে বিবেচনা করা হয়েছে। উক্ত আইন ও বিধানটি প্রতিস্থাপন খরচগুলোকে নগদ ক্ষতিপূরণের সাথে সম্পূর্ণ করার পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের স্থানান্তর এবং পুনর্বাসনের সাথে জড়িত প্রতিকূল প্রভাব প্রশমনের ব্যবস্থা করে। এই নীতির উপর ভিত্তি করে এই প্রকল্পের জন্য পুনর্বাসন ম্যাক্সিমাম প্রস্তুত করা হয়েছে।

এই প্রকল্পের জন্য সম্পত্তির মূল্যায়ন সমীক্ষায় (property valuation survey), যে সমস্ত সম্পদ গ্রহণ করা হবে তার প্রাক্কলিত ব্যয় প্রতিস্থাপন ব্যয়ের ভিত্তিতে বিবেচনা করা হয়। প্রতিস্থাপন ব্যয় জমি এবং ফসলের সিসিএল মূল্য (আইন ২০১৭ অনুসারে) বিদ্যমান বাজার মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিরূপন করা হয়। সম্পদ অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণের নির্ণয় ও প্রদানের জন্য প্রতিস্থাপন খরচের অন্তর্ভুক্তি AIIB ESS 2- এর পুনর্বাসন নীতি অনুযায়ী সম্পদের বর্তমান বাজার মূল্য যাচাই করে নির্ধারণ করে করা হয়েছে (প্রতিস্থাপন খরচের অংশ হিসাবে জমির পরিচালনা ব্যয় আলাদাভাবে বিবেচনা করা হয়েছে যা এনটাইটেলমেন্ট ম্যাক্সিমাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে)। বিদ্যমান বাজার মূল্য PVAC দ্বারা পরবর্তীতে পর্যালোচনা, যাচাই এবং নির্ধারিত হবে। তবে CCL এবং PVAC'র মূল্য হারের মধ্যে পার্থক্য থাকলে তা প্রকল্পের জন্য গৃহীত সম্পদের প্রতিস্থাপন খরচ হিসাবে প্রদান করা হবে।

এই প্রকল্পের প্রভাবসমূহের মাত্রা (degree of impacts) যেমন (ক) সার্বিক স্থানান্তরের সুযোগ-অর্থনৈতিক এবং বাহ্যিক উভয় দিক থেকে এবং (খ) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ঝুঁকির মাত্রার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত সামাজিক ঝুঁকি এবং তাদের প্রভাবগুলির একটি বিশদ বিশ্লেষণ এই পুনর্বাসন পরিকল্পনাতে একটি সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (SIA) সমীক্ষার মাধ্যমে করা হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসনের সাথে সম্পর্কিত প্রভাবগুলি নিশ্চিত করার জন্য কিছু নীতিমালা নির্ধারণ করা হয়েছে যা পরবর্তীতে পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময় অনুসরণ করা হবে, যার মধ্যে রয়েছে - যেকোনো জমি অধিগ্রহণ, ভূমি ব্যবহারের স্বত্ব পরিবর্তন, কোন স্থানান্তর এবং ক্ষতিগ্রস্তদের জীবিকা পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা, যাতে নিশ্চিত করা যায় যে ক্ষতিগ্রস্তদের জীবন এবং জীবিকা আরও ঝুঁকিপূর্ণ না হয় এবং যেখানে সম্ভব পুনর্বাসনের ফলে তাদের জীবন উন্নত হয়।

পুনর্বাসন পরিকল্পনাটিতে একটি দ্বি-স্তর বিশিষ্ট অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতি (Grievance Redress Mechanism) প্রস্তাব করা হয়েছে। এই অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতির মৌলিক উদ্দেশ্য হল, সামাজিক ও পরিবেশগত কর্মপরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের সুবিধার্থে ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে আলোচনা করে স্থানীয়ভাবে সৃষ্ট পুনর্বাসন-সংক্রান্ত যে কোনো অভিযোগের সমাধান করা। অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতিটি বাস্তবায়িত হবে অভিযোগ প্রতিকার কমিটি (Grievance Redress Committee) গঠনের মাধ্যমে। অভিযোগ প্রতিকার কমিটিগুলো প্রতিষ্ঠিত হবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের গেজেট/প্রজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে; অতএব, অভিযোগ প্রতিকার কমিটি হবে

আইনিভাবে গঠিত একটি সংঘবদ্ধ দল। একটি দ্বি-স্তর bottom-up অভিযোগ প্রতিকার কমিটি এই প্রকল্পের জন্য প্রস্তাব করা হবে (১) ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় অভিযোগ প্রতিকার কমিটি এবং (২) প্রকল্প পর্যায়ে অভিযোগ প্রতিকার কমিটি।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে পুস্তিকা প্রকাশ, গণ পরামর্শ এবং সভার মাধ্যমে তথ্য জানানো হবে, যেহেতু তাদের ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ বা অভিযোগের সমাধান পাওয়ার অধিকার আছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় প্রতিনিধি, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, এনজিও প্রতিনিধি ও আইএনজিও কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে অভিযোগ প্রতিকার কমিটি ক্ষতিগ্রস্তদের অভিযোগ নিষ্পত্তি করবে। স্থানীয় পর্যায়ে অভিযোগ প্রতিকার কমিটির অধীনে অভিযোগগুলি পরবর্তী সিদ্ধান্তের জন্য প্রকল্প পর্যায়ের অভিযোগ প্রতিকার কমিটির নিকট পাঠানো হবে। অভিযোগ দাখিলের তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে অভিযোগ প্রতিকার কমিটি তা নিষ্পত্তি করবে।

জমি অধিগ্রহণ এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, ডিসি অফিস, বন বিভাগ, আইএনজিও, ক্ষতিগ্রস্ত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ছাড়াও নারী সদস্যদের সাথে নিয়ে তাদের সম্পদ (যেমন- জমি, ফসল, গাছ ইত্যাদি) যা প্রকল্প দ্বারা অধিগ্রহণ করা হবে সেগুলোর যৌথ যাচাই করণ (joint verification) সম্পূর্ণ করবে। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী, বাস্তবায়নকারী সংস্থা আইএনজিও-কে পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে নিযুক্ত করবে। উপরন্তু, একজন পরামর্শক পুনর্বাসন পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণের জন্য নিয়োগ করা হবে।

পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে জমি, ফসল এবং গাছের ক্ষতিপূরণ সহ অন্যান্য পুনর্বাসন সুবিধা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জমির CCL মূল্য জমির বর্তমান মৌজা মূল্যের সাথে ২০০% পারিতোষিক সহ বিবেচনা করা হয় এবং ফসল ও গাছের ক্ষতিপূরণের জন্য বাজার মূল্য বিবেচনা করা হয়েছে। প্রাক্কলিত ব্যয়ে পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং এর বাহ্যিক পর্যবেক্ষণ খরচ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বাজেটের সাথে কন্টেনজেন্সি খরচও বিবেচনা করা হয়। জমির আকার এবং দামের যে কোন তারতম্যের ক্ষেত্রে এই খরচগুলি হালনাগাদ এবং সমন্বয় করা যেতে পারে।

পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মোট দুই বছর সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। যে কোন অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি বা উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য অতিরিক্ত ছয় মাস বিবেচনা করা হয়েছে। প্রকল্পের সম্ভাব্য কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে বাস্তবায়নকাল চূড়ান্ত করা হবে।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (M&E), বাস্তবায়নকারী সংস্থা (IA)-কে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করতে প্রকল্প বাস্তবায়নকারীকে যে কোনো সমস্যার প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সহায়তা করবে। এছাড়াও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে প্রকল্পের ত্রুটি, প্রক্রিয়াগত দুর্বলতা, নীতির অপ্রতুলতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা চিহ্নিত করতে এবং পুনর্বাসন পরিকল্পনার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যগুলি অর্জনের জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সাহায্য করবে। প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিকভাবে পরিবীক্ষণ করা হবে। অভ্যন্তরীণ পরিবীক্ষণ পিজিসিবি'র পরিবেশ ও সামাজিক ইউনিট (ESU) দ্বারা পরিচালিত হবে। বাহ্যিক পরিবীক্ষণ পরামর্শকের (External RP Monitoring Consultant) দায়িত্ব হলো পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কার্যক্রমগুলো মূল্যায়ন করা। পরিবীক্ষণ পরামর্শক (১) ষান্মাসিক পুনর্বাসন প্রতিবেদন (পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরু প্রতি ছয় মাস পর পর) এবং (২) পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সমাপ্তির প্রতিবেদন (পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে) জমা দিবেন।

এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্স

এই এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্সটি বাংলাদেশ সরকারের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭ (ARIPA) ও AIIB'র অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন ESS-2 এর পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামো (ESF), ২০১৬ (সংশোধিত ফেব্রুয়ারি ২০১৯) এবং প্রকল্প এলাকার অধীনে সংশ্লিষ্ট উপজেলা গুলির ভূমি অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে। টাওয়ার নির্মাণের ক্ষেত্রে কৃষি জমি ও ফসলের ক্ষতিপূরণ এবং ট্রান্সমিশন লাইনের রাইট-অব-ওয়ে (RoW) -র ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সমূহের সম্পদের ক্ষতিপূরণ যথাক্রমে বিদ্যুৎ আইন ২০১৮ ও বিদ্যুৎ বিধিমালা ২০২০ এবং ARIPA ২০১৭ অনুযায়ী বিবেচনা করা হয়েছে। এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্স সম্ভাব্য ক্ষতির প্রভাবের ধরন চিহ্নিত করে এবং প্রতিটি ধরনের ক্ষতির জন্য এনটাইটেলমেন্ট নিরূপণ করে। নিম্নোক্ত ম্যাট্রিক্সটি ভূমি, ফসল ও গাছের ক্ষতি পূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট এনটাইটেলমেন্টের একক ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে।

সারণি-১: পুনর্বাসন পরিকল্পনার এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্স

স্বত্ববান (Entitled) ব্যক্তি	স্বত্বসমূহ (Entitlements)	আবেদন প্রক্রিয়া	দায়িত্ব
ক্ষতির খাত-১: কৃষি, বসতভিটা, বাণিজ্যিক, জলাশয় (পুকুর) জমির স্থায়ী ক্ষতি			
<ul style="list-style-type: none"> বৈধ মালিক (গণ), ডিসি দ্বারা নির্ধারিত ডিসি কর্তৃক নির্ধারিত অধিগ্রহণকৃত জমির সহ-অংশীদার টাওয়ার জমির বৈধ মালিক 	<ul style="list-style-type: none"> ARIPA ২০১৭ এর অধীনে নগদ ক্ষতিপূরণ আইন (CCL) অনুযায়ী, ARIPA ২০১৭ এর অধীনে বিদ্যমান ফসলের জন্য ক্ষতিপূরণ; ARIPA ২০১৭ অনুযায়ী অন্যান্য ক্ষতিপূরণ এবং সুবিধা বিদ্যুৎ বিধি ২০২০ এর অধীনে টাওয়ার নির্মাণের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত জমির প্রতিস্থাপন খরচ 	<ul style="list-style-type: none"> ডিসি কর্তৃক নির্ধারিত জমির বাজার মূল্য। বিদ্যমান ফসল কাটার জন্য দুই মাস পূর্বে বিজ্ঞপ্তি জারি করা। 	<ul style="list-style-type: none"> PIU/IA সার্বিক বাস্তবায়ন এবং সমন্বয় করবে; ডিসি সমস্ত বৈধ মালিকদের CCL প্রদান করবে; PIU/IA ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করতে ও তথ্য হালনাগাদ করতে সহায়তা করবে।
ক্ষতির খাত-২: কৃষি, বসতভিটা, বাণিজ্যিক, জলাশয় (পুকুর) জমির স্থায়ী ক্ষতি (অতিরিক্ত অনুদান/পুনর্বাসন সুবিধা)			
<ul style="list-style-type: none"> বৈধ মালিক (গণ) ডিসি দ্বারা নির্ধারিত সহ-অংশীদার (Co-sharers) মূল বৈধ মালিকের দলিল/রেকর্ড দ্বারা নির্ধারিত হবে 	<ul style="list-style-type: none"> প্রযোজ্য ক্ষেত্রে CCL-এ টপ-আপ পেমেন্ট হিসেবে প্রতিস্থাপন খরচ বিবেচনা করতে হবে; ARIPA ২০১৭ এর অধীনে বৈধ অর্পিত অনাবাসিক (vested non-resident) সম্পত্তির জন্য 	<ul style="list-style-type: none"> ডিসি কর্তৃক নির্ধারিত জমির বাজার মূল্য। বিদ্যমান ফসল কাটার জন্য দুই মাস পূর্বে বিজ্ঞপ্তি জারি করা। ফসলের 	<ul style="list-style-type: none"> PIU/IA সার্বিক বাস্তবায়ন এবং সমন্বয় করবে; ডিসি সকল বৈধ মালিকদের CCL প্রদান করবে; এবং যাদের কাছে আইনি প্রমাণ আছে; PIU/IA প্রকল্পের সম্পত্তি মূল্যায়ন

স্বত্ববান (Entitled) ব্যক্তি	স্বত্বসমূহ (Entitlements)	আবেদন প্রক্রিয়া	দায়িত্ব
	(ইজারা ব্যতীত) ভাড়া ভাতা ডিসি'র নির্ধারিত সমতুল্য হারে প্রদান করা;	সময় আনুমানিক বাজার মূল্য ডিসি দ্বারা নির্ধারিত হবে। • বিদ্যমান ফসল কাটার জন্য আগাম নোটিশ জারি করতে হবে।	কমিটি (PVAC) এবং INGO'র সহায়তায় প্রতিস্থাপন খরচ নির্ধারণ করবে।
ক্ষতির খাত- ৩: বিদ্যুৎ বিধিমালা ২০২০ এর অধীনে টাওয়ার স্থাপনের জন্য জমির ক্ষতি			
• ডিসি অফিস বা/এবং PGCB দ্বারা নির্ধারিত বৈধ মালিক (গণ)	• বিদ্যুৎ বিধি ২০২০ অনুসারে, জমির বৈধ মালিক (গণ) কে বর্তমান বাজার মূল্যে ক্ষতিগ্রস্ত ফসল এবং অন্যান্য সম্পদের জন্য এককালীন নগদ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা।	• এসি জমি/পিজিসি বি কর্তৃক নির্ধারিত জমির বাজার মূল্য। • জমির মালিকানা মালিকের থেকে যাবে	• ডিসি/পিজিসিবি ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করবে • PIU/IA সার্বিক বাস্তবায়ন এবং সমন্বয় করবে;
ক্ষতির খাত- ৪: বিদ্যুৎ আইন ২০১৮ এবং বিধিমালা ২০২০ এর অধীনে বৈধ জমির মালিকদের কাঠামোসহ ক্ষতি			
• নির্মাণ প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত পরিবার/ব্যক্তি এবং/অথবা সম্প্রদায়	• কাঠামোর প্রতিস্থাপন খরচ • অ-স্থানান্তরযোগ্য কাঠামোতে @১০% পুনর্গঠন অনুদান • স্থানান্তরযোগ্য কাঠামোতে @৫% স্থানান্তরযোগ্য অনুদান • মালিক (গণ) কে বিনামূল্যে উদ্ধারযোগ্য উপকরণ নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে। • অ-স্থানান্তরযোগ্য কাঠামোর ক্ষেত্রে কাঠামো ভাঙার খরচ পি এ ভি সি দ্বারা নির্ধারিত হবে	• পরিচালিত বিশেষ সমীক্ষার মাধ্যমে প্রকল্প দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিদের অনুরোধ অনুযায়ী অস্থায়ী প্রভাব চিহ্নিত করা হবে • এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্স অনুযায়ী পিজিসিবি দ্বারা স্বত্বসমূহকে স্বীকৃত দেয়া হবে	• পিআইইউ/আরপি সার্বিক বাস্তবায়নে এনজিও/ঠিকাদার
ক্ষতির খাত- ৫: অবৈধ জমির মালিকদের কাঠামো ক্ষতি (অবৈধভাবে জমি			

স্বত্ববান (Entitled) ব্যক্তি	স্বত্বসমূহ (Entitlements)	আবেদন প্রক্রিয়া	দায়িত্ব
ব্যবহারকারী(Squatter)/ অস্থায়ী বিক্রেতা(vendor)/ ইজারাদার (encroacher)			
<ul style="list-style-type: none"> অবৈধ জমির মালিক (গণ), অস্থায়ী বিক্রেতা এবং ইজারাদার যাদের আবাসিক ও বাণিজ্যিক কাঠামো রয়েছে [জরিপের সময় সরকারী জমিতে পাওয়া স্থানান্তর এবং স্থানান্তরযোগ্য নয়) এমন অবকাঠামো] 	<ul style="list-style-type: none"> কাঠামোর প্রতিস্থাপন খরচ অ-স্থানান্তরযোগ্য কাঠামোতে @১০% পুনর্গঠন অনুদান স্থানান্তরযোগ্য কাঠামোতে @৫% স্থানান্তরযোগ্য অনুদান মালিক (গণ) কে বিনামূল্যে উদ্ধারযোগ্য উপকরণ নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে। অ-স্থানান্তরযোগ্য কাঠামোর ক্ষেত্রে কাঠামো ভাঙার খরচ পি এ ভি সি দ্বারা নির্ধারিত হবে 	<ul style="list-style-type: none"> পরিচালিত বিশেষ সমীক্ষার মাধ্যমে প্রকল্প দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিদের অনুরোধ অনুযায়ী অস্থায়ী প্রভাব চিহ্নিত করা হবে এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্স অনুযায়ী পিজিসিবি দ্বারা স্বত্বসমূহকে স্বীকৃত দেয়া হবে 	<ul style="list-style-type: none"> পিআইইউ/ আরপি সার্বিক বাস্তবায়নে এনজিও/ ঠিকাদার
ক্ষতির খাত- ৬: ARIPA ২০১৭ এবং/অথবা বিদ্যুৎ আইন ২০১৮ অনুযায়ী বিদ্যমান ফসলের ক্ষতি			
<ul style="list-style-type: none"> চাষী (ফসল রোপণকারী ব্যক্তি), মালিক, ইজারাদার, ভাড়াটিয়া, সহ-অংশীদার, ইত্যাদি। 	<ul style="list-style-type: none"> বিদ্যমান ফসলের ক্ষতিপূরণ - দুই মৌসুমের জন্য ১০০০ টাকা প্রতি শতক। ক্ষতিপূরণ ছাড়াও ফসল এবং গাছপালা চাষী ভোগ করবে। 	<ul style="list-style-type: none"> ফসল কাটার সময় ফসলের আনুমানিক বাজার মূল্য ডিসি দ্বারা নির্ধারিত হবে। বিদ্যমান ফসল কাটার জন্য আগাম নোটিশ জারি করতে হবে। 	<ul style="list-style-type: none"> ডিসি জেলা পর্যায়ে কৃষি বিপণন বিভাগের সহযোগিতায় ফসলের বাজার মূল্য নির্ধারণ করবে।
ক্ষতির খাত ৭ : ভূমির মালিকানা সহ গাছের ক্ষতি এবং সরকারি জমির ওপর বিদ্যমান গাছের মালিক/ইজারাদার			
<ul style="list-style-type: none"> ডিসি কর্তৃক চিহ্নিত বৈধ মালিক/স্বত্ববান ব্যক্তি। সরকারি বা 	<ul style="list-style-type: none"> ARIPA ২০১৭ এবং/অথবা বিদ্যুৎ আইন ২০১৮ অনুযায়ী কাঠের গাছ এবং বাঁশ: ডিসি বিদ্যমান 	<ul style="list-style-type: none"> কাট-অফ (cut-off date) তারিখে সাব-স্টেশন এবং ট্রান্সমিশন 	<ul style="list-style-type: none"> ডিসি জেলা পর্যায়ে বন বিভাগের সহযোগিতায় গাছের বাজার মূল্য নির্ধারণ করবে

স্বত্ববান (Entitled) ব্যক্তি	স্বত্বসমূহ (Entitlements)	আবেদন প্রক্রিয়া	দায়িত্ব
<p>অন্যান্য জমিতে বিদ্যমান গাছের মালিক/ইজারা দার, যা সমীক্ষা দ্বারা চিহ্নিত</p> <ul style="list-style-type: none"> বন বিভাগ, জেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, সরকারি জমিতে বিদ্যমান গাছের মালিক/ইজারা দার। 	<p>গাছের জমির মালিকদের জন্য CCL নির্ধারণ করবে এবং, CCL এবং RV'র মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করবে।</p> <ul style="list-style-type: none"> ফলের গাছের জন্য: ডিসি বিদ্যমান গাছের জমির মালিকদের জন্য নির্ধারণ করবে এবং PVAC, CCL এবং RV'র মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করবে। ফল গাছের ক্ষতিপূরণ কাঠের মূল্যের ৩০% অথবা কাঠের গাছ এবং বাঁশ: গাছের ক্ষতিপূরণ বন বিভাগের দর অনুযায়ী PVAC দ্বারা নির্ধারিত হবে, যা শুধুমাত্র গাছের বৈধ মালিক/ইজারাদার পাবে। পিজিসিবি প্রদত্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গাছের মালিককে (উভয় ক্ষেত্রেই) গাছ কাটা এবং বিনা খরচে নিতে দেওয়া হবে। 	<p>রুটে অবস্থিত সমস্ত গাছ এবং উদ্ভিদের জন্য প্রযোজ্য।</p>	<p>এবং ২০০% বৃদ্ধি করে CCL চূড়ান্ত করবে।</p>
<p>ক্ষতির খাত ৮ : শিরোনামধারী এবং শিরোনামহীন মালিকদের আয়ের অস্থায়ী ক্ষতি (কৃষি, বাণিজ্য ও ছোট ব্যবসা ও শিল্পখাতে মজুরি উপার্জনকারী)</p>			
<ul style="list-style-type: none"> জমি অধিগ্রহণের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত দিনমজুর শিরোনামহীন জমির মালিক 	<ul style="list-style-type: none"> টাওয়ার ফুটিং এলাকায় কৃষি আয়ের ক্ষতির জন্য তিন ফসলের মৌসুমে ফসলের ক্ষতির সমান @BDT৪৫০০ নগদ অনুদান 	<ul style="list-style-type: none"> ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে অন্তত বারো মাস ধরে অধিগ্রহণকৃত জমির মালিকের 	<ul style="list-style-type: none"> আদমশুমারি এবং/অথবা যৌথ যাচাইকরণ দ্বারা চিহ্নিত কর্মচারী/মজুরি উপার্জনকারীদের উপর ভিত্তি করে

স্বত্ববান (Entitled) ব্যক্তি	স্বত্বসমূহ (Entitlements)	আবেদন প্রক্রিয়া	দায়িত্ব
	<ul style="list-style-type: none"> ভূগর্ভস্থ ট্রান্সমিশনের জন্য প্রতিটি স্থায়ী দোকানের (মাঝারি) ১৪ দিনের আয় ক্ষতির জন্য আয় পুনরুদ্ধার অনুদান (@BDT২৫০০x১৪) ভূগর্ভস্থ ট্রান্সমিশনের জন্য প্রতিটি অস্থায়ী দোকানের ১৪ দিনের আয় ক্ষতির জন্য আয় পুনরুদ্ধার অনুদান (@BDT১৫০০x১৪) 	<ul style="list-style-type: none"> কর্মচারী/মজুর হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে যা যৌথ তদন্ত অথবা জরিপের মাধ্যমে সনাক্ত করা হবে প্রকল্প এলাকার সাথে সাথে স্থায়ী দোকান এবং অস্থায়ী বিক্রেতাদেরও চিহ্নিত করা হবে 	<ul style="list-style-type: none"> প্রাথমিক যোগ্যতা। আরও দাবি এবং অভিযোগ, যদি থাকে, অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি দ্বারা নিষ্পত্তি করা হবে।
ক্ষতির খাত ৯ : দুস্থ পরিবারকে (Vulnerable Households) অর্থ সহায়তা			
<ul style="list-style-type: none"> দারিদ্র্য সীমার নিচে এবং যাদের পরিবারের প্রধান বয়স্ক, প্রতিবন্ধী এবং অতি দরিদ্র। 	<ul style="list-style-type: none"> অন্যান্য ক্ষতিপূরণ ছাড়াও এককালীন অনুদান হিসাবে ১০,০০০ টাকা। 	<ul style="list-style-type: none"> সমীক্ষার মাধ্যমে দরিদ্র মহিলা-প্রধান পরিবার চিহ্নিত করা হবে এবং পিজিসিবি বাস্তবায়নকারী এনজিওর মাধ্যমে তাদের আর্থিক এবং জীবিকা সহায়তা প্রদান করবে 	<ul style="list-style-type: none"> RP বাস্তবায়নকারী এনজিওর সহায়তায় পিজিসিবি
ক্ষতির খাত ১০ : দরিদ্র মহিলা-প্রধান পরিবারকে অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা			
<ul style="list-style-type: none"> মহিলা-প্রধান পরিবার এবং দারিদ্র্য সীমার নিচে 	<ul style="list-style-type: none"> অন্যান্য ক্ষতিপূরণ ছাড়াও এককালীন অনুদান হিসাবে ১০,০০০ টাকা। 	<ul style="list-style-type: none"> সমীক্ষার মাধ্যমে দরিদ্র মহিলা-প্রধান পরিবার চিহ্নিত করা হবে এবং পিজিসিবি বাস্তবায়নকারী এনজিওর মাধ্যমে তাদের আর্থিক এবং জীবিকা সহায়তা প্রদান করবে 	<ul style="list-style-type: none"> RP বাস্তবায়নকারী এনজিওর সহায়তায় পিজিসিবি

স্বত্ববান (Entitled) ব্যক্তি	স্বত্বসমূহ (Entitlements)	আবেদন প্রক্রিয়া	দায়িত্ব
ক্ষতির খাত ১১ : ARIPA 2017 অনুসারে নির্মাণ সময়কালীন সাময়িক প্রভাব			
<ul style="list-style-type: none"> নির্মাণ কাজ দ্বারা প্রভাবিত পরিবার/ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায় গাছ, কাঠামো, ফসল বা অন্য কোন সম্পদের উপর প্রভাব 	<ul style="list-style-type: none"> ক্ষতিপূরণের অর্থ এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্স অনুসারে দেয়া হবে। নির্মাণ সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি মূল সড়ক থেকে টাওয়ার/সাবস্টেশনে পৌঁছাতে অবকাঠামো, জমি বা ফসলের উপর যে কোন ক্ষতির ক্ষতিপূরণ ঠিকাদার বহন করবে জমির মালিকের লিখিত অনুমোদন এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে প্রস্তাবিত সাবস্টেশন বাইরের জমিগুলির সাময়িক ব্যবহার করতে পারবে ব্যবহৃত জমি মালিকের কাছে পূর্বের অবস্থায় ফেরত দেওয়া হবে। 	<ul style="list-style-type: none"> সাময়িক প্রভাব ও ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের জন্য PGCB একটি বিশেষ জরিপ পরিচালনা করবে 	<ul style="list-style-type: none"> পিআইইউ/আরপি সার্বিক বাস্তবায়নে এনজিও/ ঠিকাদার

অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতি (Grivence Redress Mechanism)

PGCB প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় যেকোন অনিয়মের বিষয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা এবং অভিযোগগুলির প্রতিকার করার জন্য একটি অভিযোগ সমাধান প্রক্রিয়া (GRM) স্থাপন করবে। GRM সমস্যা বা দ্বন্দ্বগুলি দ্রুত সমাধান, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সহায়তা প্রদান এবং ব্যয়বহুল এবং সময় সাপেক্ষ ব্যাপারগুলোতে আইনি সহায়তা প্রদান করবে তবে প্রক্রিয়াটি কোন ব্যক্তির কোর্টে যাওয়ার অধিকার কে বাধা দিবেনা।

জি আর এম এর অধীনে অভিযোগ প্রতিকার কমিটি (GRC) প্রকল্প স্থলে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে প্রকল্প পর্যায়ে স্থানীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেইসাথে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং অন্যান্য স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে আসা অভিযোগ নিষ্পত্তি করবে। দুই স্তরের জি আর এম এর মধ্যে ইউনিয়ন /পৌরসভা প্রথম স্তর হিসেবে স্থানীয় GRC/LGRC এবং দ্বিতীয় স্তর হিসেবে

কেন্দ্রস্থলে প্রকল্প GRC/PGRC গঠিত হবে। বেশিরভাগ অভিযোগ স্থানীয় স্তরের GRC এ সমাধান করা হবে, কিন্তু স্থানীয় ক্ষেত্রে সমাধানযোগ্য না হলে বিষয়গুলোকে PGRC তে সমাধানের জন্য পাঠানো হবে। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং নারী প্রতিনিধিত্ব এবং প্রকল্প দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব করে LGRC গঠন করা হবে। PIU এর প্রতিনিধি এনজিও /এজেন্সি বাস্তবায়ন/ আই এ কর্তৃপক্ষ এবং ভূমি অধিগ্রহণ/ বাংলাদেশের আইন এবং অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসনের বিষয়ে জ্ঞানী একজন স্বাধীন ব্যক্তির সমন্বয়ে PGRC গঠন করা হবে।

স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন

AIIB নীতি অনুসারে, RPF/RP তৈরী করার সময়ে বৃহৎ এবং স্বল্প পরিসরে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতে হয়। এই পরামর্শ গুলির মূল উদ্দেশ্য গুলি ছিল প্রস্তাবিত প্রকল্প সম্পর্কে বিশেষ করে স্থানীয় মানুষ ও সম্প্রদায়গুলোকে এই প্রকল্প এবং এর প্রভাব সম্পর্কে জানানো এবং তাদের মতামত উদ্যোগ এবং প্রকল্পের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা করার জন্য সুপারিশমালা চিহ্নিত করে এই রিপোর্ট সন্নিবেশিত করা।

ডিসক্লোজার

এই RPF ও বাংলা সারসংক্ষেপ পিজিসিবি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।